সমকাল

তারিখ 31 MAR 2015
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

## রায়পুরায় স্কুল ভবনে পুলিশ ক্যাম্প

# ভোগান্তিতে শিক্ষার্থীরা

■ নরসিংদী প্রতিনিধি

দেশে অব্যাহত হরতাল-অবরোধ আর রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন। এমন পরিস্থিতিতে আবার বিদ্যালয় ভবনে পুলিশ ক্যাম্প থাকায় পাঠদান আরও চরমভাবে বিঘ্ন হচ্ছে রায়পুরা উপজেলার নিলক্ষা সরকাবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

নিলক্ষা ইউনিয়নের বীরগাঁও গ্রামে বিবদমান দুটি গ্রুপের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিদ্যালয়ের দুটি শ্রেণীকক্ষ দখল করে ৮ মাস আগে স্থাপন করা হয় একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প। পুলিশ সদস্যদের থাকা, রান্না, এমনকি কাপড় শুকাতে দেওয়াসহ সব কিছুই চলছে ওই কক্ষে। ক্লাসের জন্য তৈরি বেঞ্চ, টেবিলও পুলিশ সদস্যদের দখলে।

নরসিংদীর বীরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায় পুলিশ কাপড় শুকাচ্ছে ■ সমকাল

অন্যদিকে বিদ্যালয়ের ক্লাস চলছে কোনো রকম জোড়াতালি দিয়ে। শিশু শ্রেণীসহ ছয়টি ক্লাসের ৫৬০ ছাত্রছাত্রীর জন্য বিদ্যালয়ে মাত্র ছয়টি কক্ষ রয়েছে। এর মধ্যে একটি কক্ষ ব্যবহার করছেন শিক্ষকরা অফিস হিসেবে, তিনটি শ্রেণীকক্ষ হিসেবে আর বাকি দুটি ব্যবহার করছে পুলিশ ক্যাম্প হিসেবে। ক্লাসের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনটি কক্ষে গাদাগাদি করে বসতে হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের।

শিক্ষার্থীরা বলে, স্কুলে পুলিশ থাকে, সেজন্য শ্রেণীকক্ষে আমরা বসতে পারছি না। এ কারণে নতুন বই পেয়েও তাদের মনে আনন্দ নেই। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, স্কুলে পুলিশ ক্যাম্প থাকায় ঠিকমতো বসে তারা ক্লাস করতে পারছে না। পড়ায় তাদের মন বসে না।

শিক্ষকরা জানান, আট মাস ধরে এখানে পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে। স্কুলের বেঞ্চ জোড়া দিয়ে পুলিশ সদস্যরা রাতে ঘুমাচ্ছেন। এখানেই রান্না করছেন তারা। তারা বিদ্যালয়ের টয়লেট ব্যবহার করায় এখন তা ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ক্লাস চলাকালে তাদের চলাফেরায় লেখাপড়ায় শিশুদের অখণ্ড মনোযোগ থাকছে না।

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মো. সহিদুল্লাহ সরকার বলেন, স্কুলে পুলিশ ক্যাম্পটি থাকাতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বিঘ্ন ঘটছে। যেহেতু এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে, তাই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার কথা বিবেচনা করে দ্রুত ক্যাম্পটি সরিয়ে নেওয়ার দাবি উঠছে।

নিলক্ষা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল হক জানান, ক্যাম্পটি স্কুল থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি ইউএনওর সঙ্গে আলাপ করেছেন। ইউএনও তাকে পুলিশ সুপার বরাবর একটি আবেদন করার জন্য পরামর্শ দেন।

নরসিংদী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নার্গিস সাজেদা সুলতানা বলেন, বিষয়টি তার জানা ছিল না। খুব শিগগিরই স্কুল থেকে পুলিশ ক্যাম্পটি সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি পুলিশ সুপারের সঙ্গে আলাপ করবেন।

ওসি আজাহারুল ইসলাম জানান, দুটি গ্রুপের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতেই সাময়িকভাবে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু দুই গ্রুপের মাঝে আপস মীমাংসা হয়েছে তাই ক্যাম্পটি সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনা করে দেখা হবে।

পুলিশ সুপার আমেনা বেগম জানান, ক্যাম্পটি সরিয়ে নিতে চাই। এলাকাবাসীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তা সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।